দর্শনায় বেওয়ারিশ কুকুরের উৎপাত, আতঙ্কে পৌরবাসী

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা দিন দিন আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। এতে পথচারী, শিশু ও প্রবীণরা চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এসব কুকুর প্রায়ই রাস্তায় হাঁটাচলা করা মানুষকে তাড়া করছে, এমনকি কামড়ানোর ঘটনাও ঘটছে। সম্প্রতি শহরের রেলবাজার, মুজিবনগর রোড, কলেজপাড়া, পুরাতন বাজার ও বাসস্ট্যান্ড এলাকাসহ বিভিন্ন মহল্লায় বেশ কয়েকজন পথচারী ও গবাদিপশু (গরু- ছাগল) কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পৌরবাসীর দাবি, দ্রুত পৌরসভার পক্ষ থেকে এসব বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও টিকাদান (ভ্যাকসিন) কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন। নইলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা পৌরসভার সচেতন নাগরিকরা বলেন, প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো এলাকায় কুকুরের উৎপাত দেখা যাচ্ছে। পৌরসভার উচিত দ্রুত ভ্যাকসিন ও নির্বীজন কার্যক্রম শুরু করা।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, যাতে বেওয়ারিশ কুকুরের ভয় থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পেতে পারে।

দর্শনায় দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা পৌর যুবদলের

উদ্যোগে বাসস্ট্যান্ড থেকে রেলবাজার ও পুরাতনবাজার এলাকায় দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এই খাবার বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ জালাল উদ্দীন, যুবদলের সংগ্রামী সদস্য রকিবুল হাসান ব্রাইট, যুগ্ম আহবায়ক অপু সুলতান (আপু), যুবদল নেতা মোহন, মোঃ তহিরুল ইসলাম, সদস্য শরীফ, শাহিন ইসরাফিল, নাজমুল, আশিক, সজীব, সোহেল, আকাশ, মাসুম, শফি, ইখলাস, মমিন, ডাবলু সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ঘরের তালা ভেঙে টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ঈশ্বরচন্দ্রপুরে রাতের আধারে ঘরের তালা ভেঙে নগদ ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি হয়েছে। এ চুরির ঘটনা ঘটেছে গত সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে।

জানাগেছে, দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর বাগানপাড়া এলাকার পিরুর ছেলে সোহাগের আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর সোমবার দুপুরে তার বাড়ির লোকজন ঘরে তালা দিয়ে সেখানে চলে যান। পরে তারা বাড়িতে ফিরতে না পারায় সোহাগ রাত ৯টার দিকে বাড়িতে গিয়ে ঘর-বাড়ি দেখে আবার বাজারে তার দোকানে চলে যান।

এই সুযোগে অজ্ঞাতনামা চোররা রড দিয়ে ঘরের তালা ভেঙে প্রবেশ করে এবং সবকিছু তছনছ করে। ঘরে থাকা নগদ টাকা ও রুপার এবং স্বর্ণালংকার- চেইন, আংটি, কানের দুল এবং নুপুর চুরি করে নিয়ে যায়। পরে দোকান বন্ধ করে সোহাগ বাড়িতে ফেরার সময় দরজার সামনে একটি রড পড়ে থাকতে দেখে। ঘরে ঢুকে তিনি দেখতে পান তালা ভাঙা এবং সব জিনিসপত্র তছনছ করা।

বাড়ির মালিক সোহাগ জানান, চোররা ঘরের তালা ভেঙে নগদ ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১ জোড়া স্বর্ণের কানের দুল, ১টি স্বর্ণের আংটি,

১টি স্বর্ণের চেইন, ১টি রুপার আংটি ও ১ জোড়া রুপার নুপুর চুরি করেছে।

কিডনী রোগে আক্রান্ত দর্শনার মিনা রাণী বাঁচতে চাই

দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের রেললাইনপাড়ার শ্রী মন্টু কুমার এর স্ত্রী, হরিজন সম্প্রদায়ের ৩ সন্তানের জননী মিনা রাণী (৩৫) কিডনী রোগে আক্রান্ত। তার শরীরের দুটি কিডনী নষ্ট হয়ে গেছে এবং বর্তমানে শুধু মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

মিনা রাণীকে বাঁচতে হলে একটি কিডনীর পাশাপাশি নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হবে। কিন্তু গরীব ও অসহায় পরিবারের হওয়ায় চিকিৎসার খরচ জোগানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

তার স্বামী মন্টু কুমার ও কন্যা ঋতু সমাজের বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। যারা কিডনী দান করতে বা আর্থিক সহায়তা করতে ইচ্ছুক, তারা বিকাশ একাউন্ট ০১৭৮৭-৩৫৪৫২৫ এ যোগাযোগ করতে পারেন।

দর্শনার নেহালপুর ইউনিয়নে ধানের শীষ প্রতিকের নির্বাচনী পথসভা

চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকার দর্শনা থানাধীন নেহালপুর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ধানের শীষ প্রতিকে ভোট চেয়ে নির্বাচনী পথসভা করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার

সংগ্রামী সভাপতি ও বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

গতকাল শনিবার বেলা ৩ টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডের কোটালি, কেষ্টপুর বটতলা বাজার, ডিহি, হিজলগাড়ী, নেহালপুর, নেহালপুর পশ্চিমপাড়া, বোয়ালিয়া, কুন্দিপুর ও দোস্তে গ্রামে এসব নির্বাচনী পথসভা করেন।

স্ব-স্ব ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পথসভা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বিগত দিনে চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় কি হয়েছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। আমি সে বিতর্কে যাব না। আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র মার্কা ধানের শীষ মার্কা। আপনারা সবাই ধানের শীষে ভোট দিবেন। কেন দিবেন? এই জন্য দিবেন, দেশ পরিচালনায় একমাত্র যোগ্যদল বিএনপি। আমাদের দলটি রাষ্টিয় ক্ষমতায় এবং বিরোধী দলে থেকেও রাষ্ট পরিচালনা করেছে। তাই রাষ্ট পরিচালনার ক্ষমতা একমাত্র বিএনপি’রই আছে।

মানুষের জীবযাত্রার মান উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য আপনারা অবশ্যই ধানের শীষের প্রতীকে ভোট দিবেন। আমি কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না। আমার সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সেটুকু করার চেষ্টা করব। রাষ্টগঠণে তারেক রহমান ৩১ দফা ঘোষনা করেছেন। যেখানে ধর্ম নিয়ে বলা হয়েছে- ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংবিধানস্বীকৃত সকল অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। বিগত সময়ে সংখ্যালঘুদের মন্দির, বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা কিংবা স¤পত্তি দখলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রæতি দিয়েছে বিএনপি।

তরুণদের নিয়ে বলা হয়েছে, তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বেকার ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বেকারত্ব দূর করতে বহুমুখী ও বাস্তসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ এবং তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের বিপুল যুব জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল সম্পদে রূপান্তরীত করার লক্ষ্য রয়েছে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে যুবসমাজের সক্ষমতা বাড়ানো হবে। কৃষি নিয়ে বিএনপি’র ভাবনা হলো কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ধান-গমসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সরকারি ক্রয়কেন্দ্র প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

কৃষিজমির অহেতুক অকৃষি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হবে এবং কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গবেষণা ও উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি’র এই ৩১ দফা রূপরেখা কেবল সরকার পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নয় বরং রাষ্ট্র পরিচালনার প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক জুড়ে একটি ব্যাপক সংস্কার পরিকল্পনা। সংবিধান ও রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তন থেকে শুরু করে অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের একটি খসড়া কর্মসূচি এখানে দেওয়া হয়েছে। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো, বিএনপির ভাষায়, গুণগত পরিবর্তন এনে দেশে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাই আপনাদের প্রতি আমার উদ্যাত্ত আহবান মিথ্যা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। এক দল অতীতে কি করে গেছে সেটা যেমন জানেন তেমনি আর একটি দল ক্ষমতায় আসার জন্য নানা ভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। দল বা কোন মার্কার উপরে পরকালে ভাগ্য নির্ধারণ হবে না। এটা যারা বলছেন তারা আপনাদের সাথে মিথ্যা কথা বলছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দর্শনা থানা বিএনপি’র সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী, সিনিয়র সহসভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগাঠনিক সম্পাদক মহিদ জোযার্দ্দার, নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ফরজ আলী, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সহসভাপতি মাসুদ রানা, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক আবুসালেহ মেম্বর, সাংগাঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটন, সদস্য সচিব সাজদেুর রহমান মিলন, যুবদল নেতা হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মেহেদী হাসান মাষ্টার প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন, জহুরুল ইসলাম, নুরননবী, ছানোয়ার হোসেন, জলিল উদ্দিন, আমজেদ হোসেনসহ ৯টি ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা।

মানুষের উপকার করার চেষ্টা করি, অপকার করি না

বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, আমরা যদি মনে করি আমরা ভালো থাকতে চাই, আমরা যদি মনে করে অত্র এলাকার অবকাঠামো অর্থাৎ আমরা যদি মনে করি রাস্তা- ঘাটের উন্নয়ন চলমান থাকবে, আমরা যদি মনে করি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, আমরা যদি মনে করি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে এবং সর্বোপরি অত্র এলাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে, তাহলে ধানের শীষের পক্ষে ভোট দিতে হবে।

আজ শুক্রবার বিকেলে গড়াইটুপি ইউনিয়নে পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি। এদিন বেলা ৩টায় মাহমুদ হাসান খান বাবু গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে কে টি জি এম ক্লাব আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন। পরে তিনি গড়াইটুপি ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নির্বাচনী পথসভা করেন।

পথসভায় তিনি আরও বলেন, এই বিশ্বাস আমরা সবাই করি। আমরা এখানে যারা আছি শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ ধরেন এই আদর্শে বিশ্বাস করি। অন্য ১০ জন আমরা কী বলছি সেটা শোনার জন্য এসেছি।এই যে ৯০ জন আমরা এসেছি শতকরা, আমাদের কাজ হবে, আমাদের এই ধানের শীষের প্রতি মানুষের আস্থাটা যাতে বজায় থাকে এবং ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা তো এই কয়টা মানুষের ভোটে জিতন না। আমাদের জিততে হলে আমাদের বিশেষ করে যারা মা-বোন যারা বাসায় আছে তাদের সঠিক জিনিসটা বোঝাতে হবে।

জেলা বিএনপি’র সভাপতি বলেন, আপনারা অতীতে দেখেছেন, বিএনপি যখনই ক্ষমতায় এসেছে, যারা বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে আমরা আমাদের নেতা নির্বাচন করেছি, উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছেন, কোনো জায়গায় সফল হয়েছে, কোনো জায়গায় হয়নি। কিন্তু উন্নয়নের নামে, কারও চাকরি-বাকরি দেওয়ার নাম করে, কারও সুপারিশের জন্য কোনো জায়গায় কোনো ধরনের দুর্নীতি আমাদের আগের যিনি এমপি ছিল মোজাম্মেল হক সাহেব, উনি করেছিলেন? না করিনি। উনারই উত্তরশরী আমরা, আমরা একই

আদর্শ বহন করি এবং মানুষের উপকার করার চেষ্টা করি, না পারলে অন্তত অপকার করি না। চলার পথে আমাদের নেতা-কর্মীর আমিসহ কোনো যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে এটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিলটন, দর্শনা থানা বিএনপির থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সহসভাপতি মো. আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মহিদুল জোয়ার্দ্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. খাইরুল হাসান, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. মহাব্বত আলী, সহসভাপতি মো. রবিউল হক, সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আতিয়ার রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সাহাজুল হক প্রমুখ।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দর্শনা পৌর বিএনপির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দর্শনায় গতকাল শুক্রবার জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে টার দিকে দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর বিএনপি দলীয় কার্যালয় সংলগ্নে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য আলহাজ্ব মশিউর রহমান বলেন, সিপাহী জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটেছিলো ৭ নভেম্বর। দেশের তৎকালীন রাজনীতি গতিধারা পাল্টে দিয়ে দেশ ও জাতিকে নতুন পরিচয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে ১৫ ই আগস্ট পরবর্তী সেনা অভ্যুত্থানের ও পাল্টা অভ্যুতরের মধ্য দিয়ে দেশের যখন চরম নৈরাজ্য পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল তখন সিপাহী জনতা মিলিত ঐক্যের বিপ্লব দেশ ও জাতিকে তার শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে সাময়িক বন্দী দশা

থেকে মুক্ত হন স্বাধীনতার ঘোষক তৎকালীন মেজর জেনারেল সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান।

এরপরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব প্রভাব মুক্ত হয়ে শক্তিশালী গণতন্ত্র অর্গোলন মুক্ত হয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায়। দেশী বহুদলীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে আসে। গণতন্ত্রের প্রবক্তা জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তার আদর্শে পরিচালিত হয়। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুকে নির্বাচিত করে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই এবার সকলেই ধানের শীষে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন।

উক্ত আলোচনা সভায় দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র মহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য মহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য মাহবুবুল ইসলাম খোকন, রেজাউল ইসলাম, বিএনপি নেতা- মোঃ হাবিবুল্লাহ বিশ্বাস, পিয়ার আলী, নুরুল ইসলাম, ইসমাইল আমিন, জুলু মিয়া, হিরোক বিশ্বাস, মোঃ রাসেল আহমেদ, সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মেহজাবিন আফসানা শাপলা (মাস্টার)।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক মোর্শেদুর রহমান লিংকন, মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, সাবেক কাউন্সিলর বিলকিস খাতুন, সোনাভানু, যুবদল নেতা- আল মুকিত, মোমিনুল ইসলাম, সাব্বির রহমান, দর্শনা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্মআহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, দর্শনা ডিএস মাদরাসা ছাত্রদলের সভাপতি খন্দকার শাহাব উদ্দিন, ছাত্রদল নেতা- আকাশ, ফয়সাল সহ নেতা কর্মীবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায়

ইসলামী ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের দায়িত্বশীল সমাবেশে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা আমীর মো: রুহুল আমিন বলেছেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের দিকে চেয়ে আছে বঞ্চিত মানুষরা।

আজ শুক্রবার বেলা ১১ টায় দর্শনা রিসোর্টে ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা-২ আসন আয়োজিত জেলা দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন, জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলামের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিবিরের দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ছাত্রশিবিরকেই দেশের সাধারণ ছাত্রসমাজের দায়িত্ব নিতে হবে। ক্যাম্পাসে মেধার স্বাক্ষর রাখতে হবে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাড়িপাল্লার পক্ষে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে ছাত্রদের বাঁচাতে হবে। জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে সমাজ থেকে মাদকের মুলৎপাটন করা হবে। মাদক ব্যবসায়ীদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির মুখোমুখি করা হবে। তিনি আরো বলেন, ৭১ সালের পর হতে আজ অবধি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এক শ্রেণীর দেশ বিরোধী চক্র মাদকের ব্যবসা চালিয়ে এসেছে। তিনি আরও বলেন, আর মাদকের ব্যবসা করতে দেয়া হবেনা।

সমাবেশে বিশেষ অতিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাময়াতের জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান জেলা সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, সাবেক সভাপতি মহসিন এমদাদুল্লাহ জামেন। আরো উপস্থিত ছিলেন, সদস্য সচিব মোঃ পারভেজ আলম, প্রচার সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহিম, দামুড়দা থানা সভাপতি আল ফাহাদ সবুজ হোসেন, দর্শনা সভাপতি মোঃ লোকমান হোসেন জীবননগর থানা সভাপতি মোহাম্মদ রাসেল হোসেন, জীবননগর পৌর সভাপতি মোঃ আকিমুল ইসলাম, হাসাদা সাংগঠনিক থানা সভাপতি মোঃ আমির হামজা সহ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন দায়িত্বশীলবৃন্দ ।

দর্শনায় র্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ স্বামী-স্ত্রী আটক

মেহেরপুর র্যাব-১২ ইউনিট দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২২ পিচ ইয়াবাসহ মনিরুল ইসলাম ওরফে মনা
(৪১) ও স্ত্রী নিলুফা ইয়াসমিনকে (৩৬) আটক করেছে।

গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানী কমান্ডারের কার্যালয়

ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এসময় র্যাব-১২ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর মনার বাড়িতে। অভিযান চালিয়ে ১৮ পিচ অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট উর্দ্ধার করে।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩ আরও জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, ধৃত আসামী দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা অন্য এলাকা হতে ক্রয় করে এনে নিজ এলাকাসহ আশপাশের এলাকায় বিক্রয় করে যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে ।গতকালই তাদের দুজনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনায় দিনদুপুরে ২১ ভরি স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরির ঘটনায় মূলহোতা ইসলামসহ গ্রেফতার ৪

দর্শনা থানা পুলিশ দিনভর অভিযান চালিয়ে দর্শনায় দিনেদুপুরে খৃষ্টান বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ইসলামসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২ আনা স্বর্ণ ও কিছু টাকা উদ্ধার হলেও বাকি স্বর্ণ

কোথায় গেলো। এ নিয়ে দর্শনায় নানা গুন্জন চলছে।

গত মঙ্গলবার দর্শনা আমতলা পাড়ার মনজু ঘোষ সকাল ৮ টার দিকে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে যায়। স্কুল ছুটি করে দুপুর ১ টার দিকে বাসায় এসে দেখে চোরেরা ক্লাসিবল গেট কেটে র্স্বণসহ নগদ টাকা চুরি হয়ে গেছে। চোরদের মূলহোতাসহ ৪জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে আংশিক স্বর্ণ উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনজু রানী সাংবাদিকদের বলেন, কিছু স্বর্ণ উদ্ধার হলো। তাহলে বাকি স্বর্ণ ও নগদ টাকা, ডলার কোথায় গেলো। এ দাবী তার ভাই ডেবিড ঘোষও করেন।

গত মঙ্গলবার দিনরাত অভিযান চালিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার বৃত্তিপাড়া গ্রাম থেকে দর্শনা মোহাম্মদপুর গ্রামের মৃত বারেকের ছেলে চিহ্নিত আলোচিত চোর ইসলাম(৪৩) ও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার বৃত্তিপাড়া গ্রামের তাপস বিশ্বাস বাবুলের ছেলে স্বর্ণ ব্যাবসায়ী তপন বিশ্বাস(৩৭), একই গ্রামের অমৃত্য কুমার কর্মকারের ছেলে স্বর্ণ ব্যাবসায়ী অর্নব কুমার (২৭)কে গ্রেফতার করে ঐ এলাকা থেকে। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দর্শনা আমতলা পাড়ার লিয়াকত আলীর স্ত্রী চায়না বেগমকে (৩০) গ্রেফতার করে।

পুলিশ তাদের কাছ থেকে ২ টি আংটির ভাঙ্গাচোরা টুকরো স্বর্ণ উদ্ধার করে। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে এক পর্যায়ে তারা স্বীকার করে। তাদের স্বীকারোক্তিতে বলে ২টি আংটি ৪২ হাজার টাকায় বিক্রি উদ্ধার করে। গত ২১শে অক্টোবর এমনটায় আশাবাদী ভুক্তভুগি। তাদের ৪ জনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরণ করেছে। সেই সাথে তাদের রিমান্ডের আবেদন করেছে। রিমান্ডে নিলে বেরিয়ে আসবে আসল চুরির রহস্যগত ২১শে অক্টোবর এমনটায় আশাবাদী ভুক্তভুগি।

উল্লেখ্য গত মঙ্গলবার সঙ্গবদ্ধ চোরেরা, ঘরের গ্রীল কেটে ২১ ভরি স্বর্ণ নগদ দুই লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। গত মঙ্গলবার মনজু ঘোষ জানান সকাল ৮ টার দিকে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে যায়। স্কুল ছুটি করে দুপুর ১ টার দিকে বাসায় এসে দেখে চোরেরা ক্লাসিবল গেট কেটে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। এ সময় চোরের দল ঘরের আলমারী ভেঙ্গে নগদ ২ লক্ষ টাকা ৭ জোড়া স্বর্ণের চেইন, ১২ টি স্বর্ণের আংটি ৭ জোড়া হাতের রুলি, নাক ফুলসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চোরেরা নির্বিঘ্নে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনার জেরে দর্শনা থানা পুলিশ মূলহোতাসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় মন্জু রানী ঘোষ সে সময় দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে। কিছু স্বর্ণ ও কিছু টাকা উদ্ধার হলেও বাকি স্বর্ণ ও টাকা কোথায় গেলো এমনটি দাবী করেছেন মন্জু রানী ঘোষ ও তার ভাই ডেবিড ঘোষ।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমির জানান, আসামী অন্তরকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে দর্শনার আজিমপুর এলাকার এক সাংবাদিক আমাকে ফোন করেন।